বাংলাদেশের করোনা সংকট নিয়ে বিডিসিএসও প্রসেস, দুর্যোগ ফোরাম, নাহাব এবং নিরাপদ বাংলাদেশ'র অবস্থানপত্র

বাংলাদেশে করোনা সংকট মোকাবেলায় অন্তর্ভূক্তিমূলক সমন্বয়, সামাজিক আন্দোলন এবং স্থানীয় নেতৃত্ব অপরিহার্য

১. কোভিড-১৯ এবং বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া

গভীর উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে বিশ্ব নতুন এক ধরণের করোনভাইরাসের উত্থান প্রত্যক্ষ করছে। কোভিড-১৯ কে বিশ্বব্যাপী মহামারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে কোভিড-১৯ শনাক্তের প্রথম ঘটনাটি ধরা পড়ে। ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে ১৮৩৮ জনের মধ্যে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭৫ জন মারা গেছেন এবং ৫৮ জন চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ্য হয়েছেন। শনাক্ত করার সংখ্যাটি প্রতিদিনই বাড়ছে।

বিশ্বব্যাপী এই সংকট মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে প্রায় সব দেশের সরকারই। বাংলাদেশের পরিস্থিতিও ভিন্ন কিছু নয়। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো এখনো অপ্রতুল হওয়ায় বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলির একটি এই বাংলাদেশে মহামারীটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভূমিকম্প বা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কেবলমাত্র একটি অঞ্চলের সমিত সংখ্যক দেশই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ভূমিকম্প সাধারণত এককভাবে একটি দেশে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বিপর্যয়টি যখন বৈশ্বিক মহামারী আকার ধারণ করে এবং সর্বনাশা হয়ে উঠার পথে ধাবিত হয়, তখন সেটি নতুন একটি স্বরূপ ধারণ করে। মহামারীর আক্রমণাত্মক ধ্বংসলীলার প্রাথমিক ধাক্কাটি কাটিয়ে উঠার পরে অনেক দেশই একটি ভীষণ অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে তা তীব্রতর হয়। বিপর্যয় বা বড় মানবিক সংকট বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু নয়। হিমালয়ের পাদদেশের একটি ব-দ্বীপ এই বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই করছে, এবং বর্তমানে দেশটির দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবির।

কোভিড-১৯ মহামারীটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার একটি সংকট এবং এটি মোকাবেলায় অভূতপূর্ব উদ্যোগ প্রয়োজন। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য তাৎক্ষণিক এবং অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী হুমকি এই সংকট মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

জলবায়ু ও অন্যান্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করার ক্ষমতা বাংলাদেশ দেখিয়েছে। কিন্তু একটি মহামারী মোকাবেলা ভিন্ন বিষয়, সম্পূর্ণ নতুন ক্ষেত্র এবং সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পদক্ষেপ এক্ষেত্রে প্রয়োজন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, নতুন এই প্রয়োজনগুলো পূরণে উদ্যোগ গ্রহণের সক্ষমতা আছে দেশের এনজিওগুলোর। নিডস এসেসমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, চলমান কোবিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত উদ্যোগ এবং এর ফলে সৃষ্ট জটিলতাসমূহ ইতিমধ্যে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি করেছে।

এখনও পর্যন্ত গৃহীত উদ্যোগগুলো প্রশংসনীয়, তবুও এই মহামারীটি একটি অর্থনৈতিক ও মানবিক সংকটও তৈরি করেছে। অনেক দেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়া শুরু করেছে, বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াটি ছিল ধীর গতির। প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিকভাবে ২৫ মার্চ ৬০০ মিলিয়ন ডলারের (জিডিপির ০.২%) জরুরি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, যা ৪ এপ্রিল উল্লেখযোগ্যভাবে ৮.৫ বিলিয়ন ডলারে (জিডিপির ২.৫% সমতুল্য) উন্নীত করা হয়। এই প্যাকেজগুলিতে আছে শিল্পখাতকে সহায়তা, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা পরিবারগুলিকে খাদ্য সহায়তা প্রদান।

২. এনজিওদের প্রতিক্রিয়া/উদ্যোগ

কোভিড -১৯ বিশ্বের সামগ্রিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিতে নাটকীয় মন্দা এনেছে। বাংলাদেশও এই সংকটে আক্রান্ত হয়েছে। দেশজুড়ে মানুষ এখন ভীষণ আতঙ্কের মধ্যদিয়ে দিনাতিপাত করছে। সরকারের বিশেষ ছুটি ঘোষণার কারণে দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অপ্রত্যাশিত দুর্ভোগ। জাতীয় ও স্থানীয় অনেক এনজিও সংকটের শুরু থেকেই সারা দেশে সহায়তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় করে এনজিওগুলি সচেতনতা তৈরি করছে, স্বাস্থ্য, পানি এবং স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদান করছে এবং অতি বিপন্ন লোকদের মধ্যে খাবার বিতরণ করছে। পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়ে যাওয়ায়, এবং স্বাস্থ্য সেবা জরুরি হয়ে পড়ায়, এনজিওগুলি কমিউনিটি ভিত্তিক পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তারা স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পিপিইও সরবরাহ করছে। এই কার্যক্রম তারা বাস্তবায়ন করছে তাদের নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে। জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের জন্য

অর্থায়ন একটি বড় সমস্যা। দুটি জাতীয় এনজিওর হাসপাতাল করোনায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয়/ স্থানীয় এনজিওগুলি স্থানীয় এলাকাগুলোতে অবস্থান করে এবং দেশের প্রতিটি কোণে তাদের বিচরণ রয়েছে। বেশিরভাগ এনজিওরই রয়েছে রেসপন্স টিম বা দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিতে প্রস্তুত বিশেষ কর্মীবাহিনী। যারা কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জরুরি উদ্যোগ নিতে সক্ষম এমন জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওর উদ্যোগগুলিকে শক্তিশালী করতে 'পুলড ফান্ডের' ব্যবস্থাপনায় স্টার্ট ফান্ড এখন পর্যন্ত স্টার্ট ফান্ড ৫.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ২৩ টি জেলায় ৯টি জাতীয় / স্থানীয় এনজিওর জন্য এই অর্থ সরবরাহ করা হয়েছে। অক্সফামও কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ২৫টি জাতীয় / স্থানীয় এনজিওকে ১.৪৭ কোটি টাকা প্রদান করেছে। অনেক জেলা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এধরনের সহায়তা এখনো পৌঁছায়নি।

স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংক্রমণ প্রতরোধে জীবানুমুক্তকরণ, পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করার জন্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং খাবার জরুরিভাবে সরবরাহ সমন্বয়, এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবা লাভে জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওগুলি সহায়তা প্রদান করতে পারে।

মানবিক সংকটের প্রভাব ইতিমধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ নৃ-গোষ্ঠী, স্বল্প আয়ের পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ফিরে আসা অভিবাসী শ্রমিক, নারী প্রধান পরিবার যারা দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল, হিজড়া এবং যৌনকর্মী এবং চা বাগানের শ্রমিকদের মতো অনানুষ্ঠানিক ও স্বল্প বেতনের কর্মীদের উপর বেশি পড়বে। বিদ্যমান বিধিনিষেধ খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহের ব্যবস্থাগুলো প্রভাবিত করছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সংকট হবে খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং বৈচিত্র নিশ্চিত করা।

মূল যে ঘাটতিগুলো জরুরিভাবে পূরণ করা প্রয়োজন

১. উপজেলা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমন্বয় ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল, শহরগুলোতেও এটা তীব্র। অন্তর্ভুক্তিমূলক মানে এনজিও এবং সুশীল সমাজ সংগঠনসহ সকল সেক্টরের মানুষের অংশগ্রহণ
২. পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতি এবং উদ্যোগের অভাব
৩. প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে খুব কম
৪. সরকারি তথ্যের উপর গণমানুষের আস্থা রাখতে হবে

৩.বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে

সাধারণত বাংলাদেশ মার্চের শেষ থকে দুর্যোগের মৌসুম শুরু হয়ে নভেম্বর অবধি সেটা অব্যাহত থাকে। এই দুর্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধ্বস, নদী ভাঙ্গন, পাশাপাশি ডেংগু। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই মুহূর্তে এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কোনও ঘটনা ঘটলে পরিস্থিতি মোকাবেলার বাইরে চলে যাবে। উদ্ধার কেন্দ্রগুলোতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হবে খুবই কঠিন। স্থানীয় সংস্থা ব্যতীত ত্রাণ ও সহায়তা সরবরাহ করা হবে আরও কঠিন।

বিভিন্ন অঞ্চল এবং বছরগুলিতে জাতীয় কোভিড-১৯ এবং বিভিন্ন দুর্যোগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব (সংক্ষিপ্ত, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদী) (২০২০ এবং পরবর্তী বছরগুলি)

৪. সমস্যা সমাধানে স্থানীয়করণ কার্যকর উপায় হতে পারে, কারণ সর্বাগ্রে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলোর ভূমিকা প্রমাণিত

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় এখন পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপগুলো মানবিক সংকট ব্যবস্থাপনার স্থানীয়করণ নিশ্চিত করতে আরও কাঠামোগত পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরে। জিএইচআরপি প্রাথমিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, জরুরি উদ্যোগ বা প্রতিক্রিয়া স্থানীয় এবং জাতীয় নেতৃত্বের/উদ্যোক্তাদের উপরই ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হবে, কারণ আন্তর্জাতিক কর্মীরা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আছে, মাঠ পর্যায়ে তারা এখন অবাধে চলাচরেও অক্ষম, বৈশ্বিক সহযোগিতা সরবরাহকারী আয়োজনগুলো বিচ্ছিন্ন, এবং সংস্থাগুলি তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেই অনেকগুলি অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। এটি আন্তর্জাতিক মানবিক ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান ধরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যা জরুরি অবস্থায় এখনো ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক কর্মী এবং তুলনামূলকভাবে বিদেশী ত্রাণের অবাধ প্রবাহের উপর নির্ভরশীল।

কোভিড-১৯ থেকে মুক্ত থাকার অন্যতম প্রধান উপায় হলো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং ঘরে থাকা। বাংলাদেশসহ বেশিরভাগ দেশ লকডাউন চালু করেছে। এর মাধ্যমে যানবাহন এবং লোকজনের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই এখন একমাত্র উপায় হলো স্থানীয় মানুষের দ্বারা পর্যাপ্ত সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
স্থানীয়করণ ধারণাটির উদ্ভব ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট আলোচনা থেকে (২০১৪ থেকে ২০১৬), এবং শেষ পর্যন্ত গ্র্যান্ড বার্গেইন (মে ২০১৬) প্রতিশ্রুতিমালায় এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রতিশ্রুতিমালাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এতে ১০টি মূলধারা এবং ৫১টি সূচক রয়েছে, যেখানে স্বচ্ছতা, স্থানীয়করণ, অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের সব অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ দাতা দেশ এবং বৃহৎ আইএনজিও এই প্রতিশ্রুতিগুলোতে একমত হয়েছে এবং সি ৪ সি (চার্টার ফর চেঞ্জ বা পরিবর্তনের সনদ) এর মাধ্যমে সমস্ত বড় বড়

আইএনজিও এই বিষয়টিকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ সংস্থাগুলো NWoW (New Way of Working) নামের একটি ত্রিমাত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, যার মূল কথা হলো স্থানীয়ভাবে স্থায়িত্বশীল শক্তিরগুলোর মাধ্যমে মানবিক কর্মসূচি এবং উন্নয়ন।

কোভিড-১৯ সঙ্কটের এই সময়ে স্থানীয়করণের প্রসঙ্গটি আলোচনায় এসেছে। জনগণের চলাচল সীমিত হওয়ায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদেশীদের মাঠ পর্যায়ে চলাচল নিষিদ্ধ হওয়ায় স্থানীয়দের উপরই সংকট মোকাবেলার কার্যক্রম অনেকটা নির্ভরশীল। ICVA, A4EP, NEAR- এর মতো আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কগুলো এই বিষয়ে তাদের আহ্বান এবং অবস্থান প্রকাশ করেছে। আইসিভিএ তাদের অবস্থানপত্রে স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে তিনবার রিইনফোর্স বা পুনরুজ্জীবন শব্দটি ব্যবহার করেছে। ইউএনএইচসিআর প্রধান ফিলিপ গ্র্যান্ডি একটি চিঠি জারি করেছেন যেখানে তিনি স্থানীয় শক্তিগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর সংস্থাকে এ ক্ষেত্রে আরও নমনীয়তা দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন। রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে পানি-পয়নিষ্কাশসন কার্যক্রম, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা জরুরি।

জাতীয় এবং স্থানীয় বেসরকারী সংস্থাগুলি কোভিড-১৯ মোকাবলায় সক্রিয় রয়েছে: বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত কয়েকটি সংস্থার নাম নিচে দেওয়া হলো:

জাতীয় পর্যায়: এডাব,আশা, ব্র্যাক, বুরো বাংলাদেশ, কারিতাস, সিসিডিবি, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক), কোস্ট ট্রাস্ট, ঢাকা আহসানিয়া মিশন (ডিএএম), ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি), ফ্রেন্ডশিপ, এফএনবি, পিপলস ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টশন, (পপি), রংপুর দিনাজপুর পুপাল ডেভেলপমেন্ট (আরডিআরএস), উত্তরা ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস), ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভিইআরসি), পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, গণ উন্নয়ন প্রচেস্টা, টিএমএসএস, গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

ঢাকা বিভাগ: একেকে, এসোসিয়েশন ফর ইন্টেগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট, সেন্টর ফর ডিসেব্যালিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), গণ উন্নয়ন সংস্থা (জিইউপি), মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস), ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), রুরাল এডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (এসইআরএএ), সাজিদা ফাউন্ডেশন, শরীয়তপুর ডেভলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস), সবুজের জন্য ফাউন্ডেশন, সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (এসইউকে), স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি (এসইউএস), পিডিএপি,পাপড়ি, নরসিংদি,আরবান নেত্রকোণা, কেএইচআরডিএস কেরানীগঞ্জ, এএসপিএডিএ ময়মনসিংহ, দিশা মিরপুর, হেলপ বাংলাদেশ, এসইউএস, টিইউএস ময়মনসিংহ, পিসিসি, শিশু প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্র, ইন্টিগ্রেটেড এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি নেত্রকোণা, পিএইচপি কিশোরগঞ্জ, দিশা, সোডেপ, সিএসএস, এফডিএ , বিএফএফ, এসডিসি, পিডাব্লুও, ডিএমবি, একেকে, ডিএনপি, পাশা, গণ কল্যাণ ট্রাস্ট, সেবা ফাউন্ডেশন, উন্নয়ন সংঘ, সেতু, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি, সেরা, শ্রমজীবি উন্নয়ন সংস্থা।

বরিশাল বিভাগ: আমরা কাজ করি (একেকে), এসোসিয়েশন অব ভলান্টারি এ্যাকশন ফর সোসাইটি (এভিএএস), চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সিডিএস), জাগো নারী, লাভ দাই নেইবর (এলটিএন), নজরুল স্মৃতি সংসদ (এনএসএস), সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এসডিএ), সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি), সিএইচডিপি পটুয়াখালী, ভোলা ইন্টারভিলেজ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (বিআইডিএ), আরোহী, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা।

সিলেট বিভাগ: সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (সিসিডিএ), রিলায়েন্ট ওমেন ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন (আরডাব্লুডিও), রুরাল এডভান্সমেন্ট সোসাইটি (আরএএস), এওয়ার্ড, উন্নয়ন সহায়ক সংস্থা (ইউএসএস), ভিএআরডি, এসএসকেএস, আরডব্লিউডিও, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন।

রংপুর বিভাগ: অ্যাসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভলপমেন্ট (এএফএডি), কারিতাস, সিডিডিএফ, সিএসডিকে, ইএসডিও, গরিব উন্নয়ন সংস্থা (জিইউএস), গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে), মহিদেব যুব সমাজ কল্যাণ সমিতি (এমজেএসকেএস), রুরাল সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আরএসডিএ), ভিলেজ ইনিশিয়েটিভস ফর এম্পাওয়ারমেন্ট অব ওমেন (ভিইডব্লিউ), রংপুর প্রতিবন্ধি ফাউন্ডেশন,সলিডারিটি,জিইউকে,এসকেএস ফাউন্ডেশন,অনন্যা ফাউন্ডেশন দিনাজপুর, কাম টু ওয়ার্ক,মনিশিখা লালমনিরহাট, এসকেএস ফাউন্ডেশন, এএফএডি, সিএসডিকে, এএসএসবি, এসো জীবন গড়ি।

খুলনা বিভাগ:, আশ্রয় ফাউন্ডেশন, দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে), লিডার্স, রূপান্তর এবং, সুশীলন, উত্তরণ, আল মেরাজ ফাউন্ডেশন, জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশন, সেতু,

চট্টগ্রাম বিভাগ: অগ্রযাত্রা, অশিকা, ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা (ডিইউএস), মুক্তি, এনআরডিএস, ফালস, পালস, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক), সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র, ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যকশন (ওয়াইপিএসএ), কোডেক, ঘাসফুল, অপকা, আবেদা মান্নান ফাউন্ডেশন, অর্নব।

রাজশাহী বিভাগ: এআরসিও, আশ্রয়, যমুনা মানব কল্যাণ সংস্থা, এলওএফএস, মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস), ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), এসকেএস ফাউন্ডেশন, সেতু, সেবা ফাউন্ডেশন, সুক, এসকেএসএস, নিডা সোসাইটি, দ্বীপশিখা, এনএসকেএস, আরএসডিএফ।

এদের বাইরেও বিপুল সংখ্যক এনজিও দেশের নানা প্রান্তে করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যাদের তথ্য হয় আমরা বর্তমান পরিস্থিতির কারণে সংগ্রহ করতে পারিনি। এদের বেশির ভাগই নিজস্ব অর্থায়নে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই এনজিওগুলো মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিওদের নেটওয়ার্ক বিডিসিএসও প্রসেস, দুর্যোগ ফোরাম, নাহাব এবং নিরাপদ নেটওয়ার্কের সদস্য সংস্থা। তারা এর পাশাপাশি এডাব, এফএনবি এবং সিডিএফ'রও সদস্য।

৫. যা করা প্রয়োজন

১. সাধারণ মানুষের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করা

২. কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের (সরকারি এবং বেসরকারি সব) দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষামূলক সহযোগিতা প্রদান

৩. সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় কোভিড -১৯ শনাক্তের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা

৪. স্থানীয় প্রয়োজন এবং বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ব্যবস্থা জোরদার

করা

৫. ডব্লিউএইচএসের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অংশীদারদের বিবেচনা করা, জাতিসংঘের সংস্থা এবং আইএনজিওদের জাতীয় / স্থানীয় এনজিওগুলিকে সরাসরি অর্থ-সম্পদ সরবরাহ করা উচিত

৬. আন্তর্জাতিক সংস্থা কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান এবং পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িত থাকতে পারে

৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জরুরি উদ্ধার অভিযানের বিষয়টি বিবেচনা করে স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক সহযোগিতা কর্মসূচি এবং আপদকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ

৮. জবাবদিহিতার উপাদানসমূহ/আদর্শমানগুলো এবং স্ফিয়ার আদর্শমানগুলি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য অধিপরামর্শ কর্মসূচি বাস্তবায়ন

৯. অভাবী মানুষের জন্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা জাল এবং অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে

১০. কৃষির উৎপাদন অব্যহত রাখতে কৃষকদের বিশেষ ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা। ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কৃষি খাত এবং ঝুঁকিতে থাকা মানুষের প্রয়োজনে জাতীয়/স্থানীয় এনজিওগুলি ঋণ পুন:তফসিল করতে পারে, নমনীয় শর্তে ঋণ বিতরণ এবং পাশাপাশি সরকার ঘোষিত প্রণোদনা বিতরণ করতে পারে।

১১. বোধগম্য সহজ ভাষায় সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রদান

১২. জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে বিশেষ 'পুলড ফান্ড' গঠন করা (এই বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে রিসোর্স মবিলাইজেশন সম্পর্কিত নাহাব অবস্থানপত্রে। সিসিএনএফ কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করেছে।)

বাংলাদেশের স্থানীয়করণের এজেন্ডাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমান মানবিক সংকটের প্রেক্ষাপট একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হতে পারে। চলাচলে বিধিনিষেধের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভ্রমণের সীমাবদ্ধতা থাকায় দাতা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে সংকট মোকাবেলা কর্মসূচি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে (তবে এতই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়), কেবল স্থানীয় সম্পদগুলোকে একত্রিত করা, সকল প্রকল্পে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্মীদের নিয়োগ, স্থানীয় সংস্থার জন্য প্রত্যক্ষ তহবিল বৃদ্ধি, ক্লাস্টার বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সংস্থার এইচসিটিটি-তে প্রতিনিধিত্ব, এবং সমন্বয় প্রক্রিয় স্থানীয় ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি।

সহযোগিতায়: ADAB FNB Federation of NGOs in Bangladesh

যোগাযোগ

আব্দুল লতিফ খান (০১৭১৩০৬৩৩০২) একেএম জসিম উদ্দিন (০১৭১২১৭১৪৩৬)
ড. এম এহসানুর রহমান (০১৭১৩০০০৮৬১), হাসিনা আক্তার মিতা (০১৭৩৯৪১৬১১৬)
গওহর নঈম ওয়ারা (০১৭১৩০০৫৮৮৩), মো. রফিকুল ইসলাম (০১৯৯৩৩০৮৪৬১)
রেজাউল করিম চৌধুরী (০১৭১১৫২৯৭৯২)